মানসী ম ল্লিকের লেখা পড়ে

বেশ্যা বৃত্তিতে পয়সা আছে, আছে জীবিকার তাগিদ। ক ত হাজার কোটি মেয়ে প্রতিদিন এই বেশ্যাবৃত্তি করেছে গৃহকোনে স্বামীর আদর কোলে হিজাব মাথায় পরে । এই লেখা পুরুষের বিরুদ্ধে নয় । বাস্তবতা এবং পরিস্থিতির সুরম্য চাটুকারিতা থেকে তুলে আনা । এটা জীবনের গল্প ।

কিছু সংলাপ
হ্যালো
তুমি কোথায়, বাচ্চা খুব অসুস্থ , আমার নারভাস লাগছে ।
আমি হাইওয়েতে ট্রাফিকে আটকা । মারাত্নক এক্সিডেন্ট ।
(টি ভি অন করা , কথিত হাইওয়ে ক্লিয়ার)
হ্যালো হাইওয়ে তো ক্লিয়ার দেখছি।
বি স্মার্ট , হেভ আ বয় ফ্রেন্ড ফর ফ্রি সারভিসেস।
(মা চলে যায় ট্যাক্সি নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে)
বউ শেখ হাউ টু বি স্মার্ট , ইফ উ হ্যাভ আ বয় ফ্রেন্ড টু ডে ইউ কুড বি ইন হ্যাভেন
ব উ বলছো কেনো তবে , যদি বয় ফ্রেন্ড নেবো স্বর্গে যেতে
বউ থাকতে হয় নিত্য দিনের ডাইনিং টেবিলে ডাল ভাতের স্বাদের মতো
আর ও সব বয় ওর গার্ল ফ্রেন্ড হলো রেস্টুরেন্টে অথেন্টিক কুজিনের মতো
রুচি পরিবর্ত ন । জীবনের প্রয়োজন বউ । তুমি এনজয় করো জীবন ।
মিলিওনিয়ার একজন বয় ফ্রেন্ড রাখো দেখবে তোমার আমার কাউকে খেটে খেতে হবে না
এ এক দারুন ব্যবসা । দেখো না আমার সব দামী পোষাক , গার্ল ফ্রেন্ডদের স্বামীর পয়সায় আমাকে গিফট দেয় । তুমি ও পেতে পারো অখন্ড আকাশ আর সোনার মোহর নিক্তি। আমার ভালেবাসা তাতে কমবে না কিন্তু । সারাদিন মনে যদি ফুর্তি থাকে রাতে আমরা হবো মনো সাম্রজ্যের সম্রাট আর সম্রাজ্ঞি ।

বলতে পারেন কে বেশ্যা ? এ কোন ধরণের বেশ্যাবৃত্তি ?

স্ত্রী নারীবাদী লেখিকা । প্রতিরাতের স্বামী তাকে একশ ডলার দেয়
তার সাথে শোবার জন্য । এই ডলার যদি সকালে হাতে দিতো তা হতে পারতো সংসার খরচ কিংবা স্বামীর ভালোবাসার দায়িত্ব পালন । কিন্তু না এটা তাকে নিতে হয় তার লেখা বাঁচাতে । ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার ছাড়তে পারে না । ও দিকে স্বামী কে ফেরাতে পারেনা বহুগামীতা থেকে । উপরন্তু স্বামীর ঘরেই সে বেশ্যা আর কলমের কান্নায় সে লেখিকা ।

বলতে পারেন এ কোন ধরণের বেশ্যাবৃত্তি ?

আরো লিখবো আগামীতে । আজ আর নয়
মৌ মধুবন্তী
টরন্টো, জুন ২০০৬